হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৪

(১)পাঁচদিন পরে মহাইমাম অননিয় কয়েকজন ইহুদি বুজুর্গকে ও তর্তুল্লস নামে একজন উকিলকে নিয়ে সেখানে এলেন এবং গভর্নরের কাছে হযরত পৌল রা.-এর বিরুদ্ধে নালিস জানালেন।

(২-৩)হযরত পৌল রা.-কে ডেকে আনার পর তর্তুল্লস এই বলে তাকে দোষারোপ করতে লাগলেন, "হে মাননীয় ফিলিক্স, আপনার অধীনে আমরা অনেকদিন ধরে খুব শান্তিতে আছি। আপনি আপনার দূর দৃষ্টির দ্বারা এই জাতির অনেক উন্নতি করেছেন। আমরা সব সময় সব জায়গায় কৃতজ্ঞতার সংগে তা স্মরণ করি।

(৪)কিন্তু আপনার সময় নষ্ট না-করার জন্য আমি এই অনুরোধ করি, দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। আমরা অল্প কথায় সব বলবো।

(৫)আমরা দেখেছি, এই লোকটা একটা আপদ। সব সময় গোলমালের সৃষ্টি করে থাকে। সারা দুনিয়ায় ইহুদিদের মধ্যে সে গোলমাল বাধিয়ে বেড়ায়। সে নাসারা (নাজারিন বা নাজারিনিস) নামে একটি ধর্মীয় উপদলের নেতা।

(৬,৭)এমনকি বায়তুল-মোকাদ্দস পর্যন্ত সে নাপাক করার চেষ্টা করেছে এবং আমরা তাকে ধরেছি। (৮)আমরা তাকে যে-সব দোষ দিচ্ছি, আপনি নিজে তাকে জেরা করলে সবকিছুই জানতে পারবেন।" (৯)এসব কথা যে সত্যি, তাতে ইহুদিরাও সায় দিলো।

(১০)তখন গভর্নর তাকে ইসারা করার পর হযরত পৌল রা বলতে লাগলেন- "আমি খুব খুশি হয়েই নিজের পক্ষে কথা বলছি। আমি জানি যে, বেশ কয়েক বছর ধরে আপনি এই জাতির বিচার করে আসছেন। (১১)আপনি খোঁজ নিলে সহজেই জানতে পারবেন যে, আজ বারো দিনের বেশি হয়নি আমি এবাদত করার জন্য জেরুসালেমে গিয়েছিলাম।

(১২)তারা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে কারো সংগে তর্কাতর্কি করতে দেখেননি বা সিনাগোগে কিংবা শহরের অন্য কোথাও লোকদের উসকানি দিতে দেখেননি। (১৩)আমার বিরুদ্ধে এখন তারা যে-

দোষ দেখাচ্ছেন, তার প্রমাণ তারা আপনার কাছে দিতে পারবেন না। (১৪)কিন্তু এ-কথা আমি আপনার কাছে স্বীকার করছি, যে-পথকে তারা ধর্মীয় উপদল বলছেন, আমি সেই পথেই আমার পূর্বপুরুষদের আল্লাহর ইবাদত করে থাকি। তওরাতের সংগে যা-কিছুর মিল আছে, তাতে এবং নবিদের কিতাবে আমি ইমান রাখি।

(১৫)তারা যেমন আশা করেন, তেমনি আমারও আল্লাহর ওপর এই আশা আছে যে, ধার্মিক এবং অধার্মিক সকলেরই পুনরুত্থান হবে। (১৬)এ-জন্য আমি আল্লাহ্ ও মানুষের কাছে সব সময় আমার বিবেককে পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি। (১৭)অনেক বছর পর আমি আমার জাতির গরিব লোকদের দান-খয়রাত করতে ও কোরবানি দিতে গিয়েছিলাম।

(১৮)নিজেকে পাকসাফ করার পর যখন আমি সেই কাজ করছিলাম, তখনই তারা আমাকে বায়তুল-মোকাদ্দসে দেখতে পেয়েছিলেন। আমার কাছে লোকজনের ভিড়ও ছিলো না কিংবা আমাকে নিয়ে কোনো গোলমালও হয়নি। (১৯)কিন্তু এশিয়ার কয়েকজন ইহুদি সেখানে ছিলো। যদি আমার বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলার থাকে, তাহলে তাদেরই আপনার কাছে আসা উচিত ছিলো।

(২০)কিংবা এখানে যারা উপস্থিত আছেন তারা ইবলুন, আমি যখন মহাসভার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন তারা আমার কী দোষ পেয়েছিলেন? (২১)কেবল একটি বিষয়ে তারা আমার দোষ দিতে পারেন যে, আমি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলেছিলাম, 'মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয় নিয়ে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।' "

(২২)কিন্তু ফিলিক্স খুব ভালো করেই 'পথের বিষয়ে' জানতেন। বিচার বন্ধ করে তিনি বললেন, "প্রধান সেনাপতি লুসিয়াস আসার পর আমি তোমাদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।" (২৩)হযরত পৌল রা.-কে পাহারা দেবার জন্য তিনি লেফটেন্যান্টকে হুকুম দিলেন। কিন্তু তাঁকে কিছুটা স্বাধীনভাবে রাখতে বললেন এবং তাঁর বন্ধুরা যাতে তাঁর দেখাশোনা করতে পারেন, তাতে বাধা রাখলেন না।

(২৪)কয়েকদিন পর ফিলিক্স তার ইহুদি স্ত্রী দ্রুসিল্লাকে সংগে নিয়ে এলেন। তিনি হযরত পৌল রা.-কে ডেকে পাঠিয়ে তার কাছে হযরত মসিহ ইসার ওপর ইমানের কথা শুনলেন।

(২৫)হযরত পৌল রা. যখন সৎভাবে চলা, নিজেকে দমনে রাখা এবং রোজ-হাশরের বিষয়ে বললেন, তখন ফিলিক্স ভয় পেয়ে বললেন, "তুমি এখন যাও, সময়-সুযোগ মতো আমি তোমাকে ডাকবো।"

(২৬)একই সময় তিনি আশা করেছিলেন যে, হযরত পৌল রা. তাকে ঘুষ দেবেন এবং সে-জন্য বারবার তাকে ডেকে এনে তার সংগে কথা বলতেন। (২৭)দু' বছর পার হয়ে গেলে পর ফিলিক্সের জায়গায় পর্কিয়ুস ফাস্তুস এলেন। এদিকে ফিলিক্স ইহুদিদের খুশি করার জন্য হযরত পৌল রা.-কে জেলখানাতেই রেখে গেলেন।